দৈনিক বাংলা

তারিখ ২০/৪/৮০

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকার প্রাথমিক স্কুলগুলো পৌর কর্পোরেশন চালাবে

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান ঘোষণা করেন যে ঢাকা নগরীতে অবস্থিত সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের নিকট হস্তান্তর করা হবে।

তিনি বলেন, হস্তান্তরিত হওয়ার পর কর্পোরেশন বিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করবে। কর্পোরেশনের ব্যবস্থাপনা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বর্তমান মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করবে না। শিক্ষকরা সরকারী কর্মচারী হিসেবে গণ্য হবেন এবং তারা বর্তমানে যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন তা অব্যাহত থাকবে। উত্তম ব্যবস্থাপনার জন্যই বিদ্যালয়গুলো কর্পোরেশনের হাতে ন্যস্ত করা হচ্ছে।

বাসস জানায় যে প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার বিকেলে সিদ্ধেশ্বরী বালক বিদ্যালয়ের নয়া প্রাঙ্গণের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ঢাকা পৌর কর্পোরেশনের মেয়র জনাব আবুল হাসনাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি জনাব আবদুল মান্নান খান ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব এস এম আশরাফ আলীও বক্তৃতা করেন।

শিক্ষামন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান বলেন যে সরকার আগামী চার বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন ও বাধ্যতামূলক করবেন।

তিনি বলেন, ১৯৮৫ সালের মধ্যে দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের প্রতিটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। এ কাজের মাধ্যমে সরকার কেবল প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পালন করবেন।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল মীরপুরে হজরত শাহ আলী বাগদাদীর (রা) মাজার প্রাঙ্গণে একটি নয়া মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

চারতলা এ মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে এতে ৮ হাজার লোক নামাজ পড়তে পারবেন।

এ উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মসজিদগুলোকে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহারের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, দেশের মসজিদগুলো গণসাক্ষরতা কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে। মহানবী (দঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে মসজিদগুলো শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত।

পবিত্র কোরানের আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে শাহ আজিজ বলেন, যারা নিয়মিত প্রার্থনা করেন তাঁরা কোন ভুল করতে পারেন না।

তিনি বলেন যে নয়া শিক্ষানীতিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।